ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৩৫ ● কলকাতা ● ২৩ মাঘ, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ০৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ দিল্লি বিধানসভার ভোট, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৫৭.৭৮ শতাংশ গড়ে ভোট

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নয়াদিল্লি: শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হয়েছে দিল্লি বিধানসভার ৭০ আসনের ভোটগ্রহণ। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত গড়ে ভোট পড়েছে ৫৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে মুস্তাফাবাদ আসনে। ওই আসনে ৬৬ দশমিক ৬৮ শতাংশ ভোট পড়েছে। তবে ভোটের হার খানিকটা বাড়বে বলেই জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

মহাকুম্ভে গিয়ে কী অভিজ্ঞতা তৃণমূল সাংসদ রচনার ?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

এক বছর ধরে প্রস্তুতি, তাও কীভাবে অমৃত-স্নানে অঘটন ঘটল ? কাদের গাফিলতিতে দুর্ঘটনা ? কুম্ভমেলার পাশে বিকল্প সেতু থাকলেও কেন বন্ধ ছিল ? মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুমিছিলের পর এমনই একের পর এক প্রশ্ন তুলে যোগী সরকারকে বিঁধেছিল রাজনৈতিক মহল। রাহুল গান্ধী থেকে শুরু করে অখিলেশ যাদব সকলেই নিশানা শানিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারের দিকে।তৃণমূল সাংসদ আরও বলেন, "একটা অঘটন ঘটেছে। যেটা হওয়ার কথা ছিল না। যদি প্রশাসনিক ব্যবস্থা এত সুন্দর, তাহলে সেরকম ঘটনা হওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু, যা-ই হোক, যেটা হয়েছে সেটা ভীষণই দুর্ভাগ্যজনক। সেটা হওয়ার পরে...যাতে কোনও রকম স্পেশাল কিছু না থাকে...যাতে সবাই সাধারণভাবে যেতে পারেন। রাস্তাঘাটে গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যাতে সাধারণ মানুষের কোনও অসুবিধা না হয়। মানুষ যাতে নিরাপদে হাঁটতে-চলতে পারে। একটা নির্ধারিত জায়গার পর থেকে আর গাড়ি চলছে না। কোনও স্পেশাল দর্শন কিছু নেই। সবাইকে হেঁটে যেতে হবে। একটা পয়েন্টের পর আর

এরপর ৩ পাতায়

মমতার সামনেই বাক-বিতণ্ডায় জাভেদ-ববি,

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দেশের বড় শহরে (কলকাতা-দিল্লি-চেন্নাই-বেঙ্গালুরু) শ্রমিক দিয়ে ম্যানহোল পরিষ্কার করায় নিষেধাজ্ঞা জারি করছিল সুপ্রিম কোর্ট। ঠিক সেই নির্দেশের তিন থেকে চারদিনের মধ্যেই কলকাতার লেদার কমপ্লেক্স থানা এলাকায় ম্যানহোলের ভিতর পড়ে মৃত্যু হয় শ্রমিকের। এবার এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হল বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের মন্ত্রী জাভেদ খানকে।সম্প্রতি, ম্যানহোল পরিষ্কার করতে নেমেছিলেন তিন শ্রমিক। তার জেরেই বিপত্তি ঘটে কলকাতার লেদার কমপ্লেক্সে। ম্যানহোলে তলিয়ে যান তাঁরা। কয়েক ঘণ্টা ভিতরে আটকে থাকার পর মৃত্যু হয় শ্রমিকদের। পরবর্তীতে মৃতদের দশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। মঙ্গলবার এই বিষয়টিই উত্থাপন হয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে।সূত্রের খবর, মন্ত্রীসভার বৈঠকে জাভেদ খানের উপর ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চাপে পড়ে পুর ও নগরোন্নয়নের দফতরের ঘাড়ে দোষ চাপাতে যান তিনি। মন্ত্রী জানান, এখানে তাঁর দফতরের কোনও ভূমিকা নেই। পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের অধীনে পড়ে। সূত্রের খবর, এরপরই জাভেদ খান ও পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে এক প্রকার বাক- বিতণ্ডার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। এরপর দুই দফতরের মন্ত্রীকে থামিয়ে উচ্চ-পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে কে তদন্ত করবেন তা নিয়ে কিছু নির্দিষ্ট নির্দেশ দেননি বলেই সূত্রের খবর।

আলজেরিয়ার সেনাপ্রধান তথা প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর মিনিস্টার ডেলিগেট জেনারেল সৈয়দ চেনেগ্রিহা ভারত সফরে আসবেন

নয়াদিল্লি, ০৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫

আলজেরিয়ার সেনাপ্রধান তথা প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর মিনিস্টার ডেলিগেট জেনারেল সৈয়দ চেনেগ্রিহা ৬-১২ ফেব্রুয়ারি ভারত সফর করবেন। বেঙ্গালুরুতে অ্যারো ইন্ডিয়া ২০২৫ – এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং – এর সঙ্গে তিনি বৈঠক করবেন। বিল্ডিং রেজিলিয়েন্স থ্রু ইন্টারন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যান্ড গ্লোবাল ম্যানেজমেন্ট (ব্রিজ) সংক্রান্ত মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকেও যোগ দেবেন তিনি। নতুন দিল্লিতে জাতীয় যুদ্ধ স্মারকে শ্রদ্ধা জানাবেন আলজেরিয়ার সেনাপ্রধান। তাঁকে গার্ড অফ অনারে

এরপর ৩ পাতায়

সংসদে রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের উপর ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব সংক্রান্ত আলোচনায় লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর জবাবি ভাষণ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ লোকসভায় রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের উপর ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব সংক্রান্ত আলোচনায় জবাবি ভাষণ দিলেন। এই আলোচনায় দলমত নির্বিশেষে সাংসদরা যেভাবে অংশ নিয়েছেন এবং স্পষ্টভাবে নিজেদের মতামত জানিয়েছেন, তা সুস্থ গণতন্ত্রের প্রতিফলন বলে প্রধানমন্ত্রী মনে করেন। ধারাবাহিকভাবে চোদ্দবার রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের উপর আলোচনায় জবাবি ভাষণ দেওয়ার সুযোগের জন্য তিনি দেশের নাগরিকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২৫ – এ একবিংশ শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ সময়কাল পূর্ণ হচ্ছে। ঊনবিংশ শতকে স্বাধীনতা পরবর্তী অধ্যায় এবং একবিংশ শতকের প্রথম ২৫ বছরের সাফল্য যাচাই করার সময় আসবে একদিন। রাষ্ট্রপতির ভাষণ আগামী ২৫ বছরের যাত্রায় নতুন প্রত্যয় এবং উন্নত ভারতের ছবি স্পষ্ট করে তুলেছে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন।

বিগত ১০ বছরে ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং এক্ষেত্রে দরিদ্র ও অভাবী মানুষের জন্য সরকারি কর্মসূচির রূপায়ণে সংবেদনশীলতা ও আন্তরিকতা বড় ভূমিকা নিয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মানুষ তৃণমূল স্তরের নাগরিকদের প্রতি যত্নবান হলেই এমনটা হওয়া সম্ভব বলে তাঁর মন্তব্য। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তাঁর সরকার দরিদ্রদের জন্য ভুয়ো শ্লোগান তৈরি করেনি, যথার্থ অর্থেই প্রকৃত উন্নয়নের দিশায় কাজ করেছে।

বর্ষার সময় কাঁচা বাড়িতে থাকার চূড়ান্ত অসুবিধার বিষয়টি মনে রেখেই তাঁর সরকার এখনও পর্যন্ত দরিদ্রদের জন্য ৪ কোটি বাড়ি নির্মাণ করেছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। মহিলাদের অসুবিধা দূর করতে তৈরি করা হয়েছে ১২ কোটিরও বেশি শৌচালয়। 'হর ঘর জল' প্রকল্পের আওতায় গত ৫ বছরে ১২ কোটি পরিবারে নলবাহিত জল সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন তেমন মনোযোগই দেওয়া হয়নি বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

শ্রী মোদী আরও বলেন, আগে সরকার ১ টাকা খরচ করলে লক্ষ্যবিন্দুতে পৌঁছতো মাত্র ১৫ পয়সা। এই প্রবণতা দূর করতে সরকার উদ্যোগী হয়েছে। উন্নয়নের পাশাপাশি, সাধারণ নাগরিকের আর্থিক সঞ্চয় বৃদ্ধিতে জন ধন – আধার – মোবাইল ত্রয়ী বিশেষভাবে কার্যকর হয়ে উঠেছে এবং সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর প্রণালীর মাধ্যমে সুবিধাপ্রাপকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মোট ৪০ লক্ষ কোটি টাকা পাঠানো সম্ভব হয়েছে। এই প্রণালী চালু হওয়ার আগে ১০ কোটি ভুয়ো প্রাপক সরকারি প্রকল্পের সুবিধা আত্মসাৎ করত বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। এখন তাঁরা চিহ্নিত হওয়ায় ৩ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় সম্ভব হয়েছে। সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যয় সাশ্রয় এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ করেছে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন। নতুন এই প্রক্রিয়ার সুবাদে সরকারের ১ কোটি ১৫ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সূচনার সময় অনেকে বিদ্রুপ করেছিলেন, কিন্তু সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপে পরিচ্ছন্নতার এই অভিযান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন। সরকারি দপ্তরের বর্জ্য বিক্রি বাবদ কোষাগারে ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকা এসেছে বলে তিনি জানান।

জ্বালানী ক্ষেত্রে আমদানীর উপর নির্ভরশীলতা কমাতে সরকারের ইথানল মিশ্রণের কর্মসূচি পেট্রোল ও ডিজেল খাতে ব্যয় কমিয়েছে এবং ১ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। এর সুবাদে কৃষকরা সরাসরি উপকৃত হয়েছেন বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক সময় একের পর এক দুর্নীতি সংবাদপত্রের শিরোনামে

এরপর ৫ পাতায়

টেন্ডার

TENDER NOTICE

E Tender is invited though online Bid System vide **NIeT No. 17/Rampara-IGP/2024-25** & **18/Rampara-IGP/2024-25, With Vide Memo No.- 60/15th CFC (Tied)/2024-25, 61/Ram-I/15th CFC (Untied)/2024-25 Dated:- 04-02-2025** by The Prodhan Rampara-I Gram Panchayat. Last Date of Application **13-02-2025 up to 2.00 pm**. Interested contractors please visit **http://wbtenders.gov.in** and tender is invited though offline Bid System vide **NIT No. 19/Rampara-IGP/2024-25, With Vide Memo No. - 62/Ram-I/15th CFC (Tied)/2024-25 Dated:-04-02-2025** by the Prodhan Rampara-I Gram Panchayat. Last date of Application **17-02-2025 up to 12.00 NOON Hours.** Interested contractorsplease visit Prodhan of Rampara-I Gram Panchayat.

Sd/-, Prodhan
Rampara-I Gram Panchayet
Rampara, Murshidabad

(১ম পাতার পর)

শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ দিল্লি বিধানসভার ভোট, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৫৭.৭৮ শতাংশ গড়ে ভোট

আধিকারিকরা।আপের এই জনমোহিনী প্রকল্পের বিরুদ্ধে এক সময়ে সরব হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দান-খয়রাত নীতির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু এবার জেতার মরিয়া প্রচেষ্টায় তিনিও ঢালাও দান-খয়রাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পিছিয়ে নেই কংগ্রেসও। তিন দলের ঢালাও প্রতিশ্রুতির বন্যায় শেষ পর্যন্ত ভাগ্যবিধাতা হিসাবে রাজধানীবাসী কোন দলকে বেছে নেন, তা জানতে অবশ্য আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ওই দিন সকাল থেকেই খোলা হবে বৈদ্যুতিন ভোট যন্ত্র।কেননা, ভোটের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পরেও বহু বুথের বাইরে ভোটারদের লম্বা লাইন লক্ষ্য করা গিয়েছে।বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) দিল্লির ৭০ বিধানসভা আসনে এক দফাতেই ভোট নেওয়া হয়। ভাগ্যপরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিভিন্ন দলের ৬৯৯ জন প্রার্থী। খাতায় কলমে বিভিন্ন দল প্রার্থী দিলেও মূলত লড়াই ছিল ত্রিমুখী। আম আদমি পার্টি, বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যেই মূল লড়াই। এবারে দিল্লিতে ভোটারের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৫৬ লক্ষের বেশি। তার মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৮৩ লক্ষ ৭৬ হাজার। মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৭২ লক্ষ ৩৬ হাজার এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ১,২৬৭ জন। মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ১৩ হাজার ৭৬৬টি। ভোট উপলক্ষে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল নির্বাচন কমিশন। দিল্লি পুলিশের ৩৫ হাজার ৬২৬ জন কর্মী-আধিকারিকের পাশাপাশি ১৯ হাজার হোমগার্ড এবং ২২০ কোম্পানি আধাসেনা মোতায়েন করা হয়েছিল। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত গড়ে ভোট পড়েছে ৫৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে মুস্তাফাবাদ আসনে। ওই আসনে ৬৬ দশমিক ৬৮ শতাংশ ভোট পড়েছে। তবে ভোটের হার খানিকটা বাড়বে বলেই জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা। কেননা, ভোটের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পরেও বহু বুথের বাইরে ভোটারদের লম্বা লাইন লক্ষ্য করা গিয়েছে।

কালকাজি আসন থেকে ফের একবার নিজের ভাগ্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আতিশী মারলেনা। তাঁর বিরুদ্ধে লড়ছেন কংগ্রেসের অলকা লাম্বা। নয়া দিল্লি আসনে নিজের ভাগ্যপরীক্ষায় নেমেছেন আম আদমি পার্টির জাতীয় সমন্বয়ক তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের হয়ে লড়ছেন দিল্লির প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের ছেলে সন্দীপ দীক্ষিত এবং বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন পরবেশ বর্মা। জংপুরা আসন থেকে লড়ছেন আপের শীর্ষ নেতা তথা দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ শিসোদিয়া। তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেস দাঁড় করিয়েছে ফারহাদ সুরিকে। বিজেপির হয়ে লড়ছেন তারবিন্দর সিং মারওয়া।নির্ভয়া কাণ্ডের পরেই দিল্লিতে রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে আম আদমি পার্টি। ২০১২ সালে আত্মপ্রকাশ করেই ২০১৩ সালের ভোটে প্রথমবার লড়ে সবাইকে চমকে দেয় অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল। ২৮টি আসন জিতে কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে সরকার গড়ে। কিন্তু ৪৯ দিনের মাথায় মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে আচমকা পদত্যাগ করেন কেজরিওয়াল। এক বছর রাষ্ট্রপতির শাসনের আওতায় থাকার পর ২০১৫ সালের ভোটে ৭০-এর মধ্যে ৬৭ আসন জিতে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফেরে আপ। পাঁচ বছর পর ২০২০ সালে আপ জয়ী হয় ৬২ আসনে। বাকি ৮ আসন যায় বিজেপির ঝুলিতে। মাসে ২০০ ইউনিট বিদ্যুৎ ও ২০ হাজার লিটার জল বিনামূল্যে দেওয়ার মধ্য দিয়ে দিল্লিবাসীর মন জয় করেন কেজরিওয়াল। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের চিকিৎসার সুব্যবস্থা দিতে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লা ক্লিনিক খুলেছিলেন। পরবর্তীকালে নারীদের বিনা ভাড়ায় সরকারি বাসে যাতায়াতের সুযোগ করে দিয়েছেন। বয়স্কদের সরকারি খরচে বছরে একবার তীর্থযাত্রায় পাঠিয়েছেন।

(২ পাতার পর)

আলজেরিয়ার সেনাপ্রধান তথা প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর মিনিস্টার ডেলিগেট জেনারেল সৈয়দ চেনেগ্রিহা ভারত সফরে আসবেন

সম্মানিত করা হবে। চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান এবং প্রতিরক্ষা সচিব শ্রী রাজেশ কুমার সিং – এর সঙ্গেও তিনি বৈঠক করবেন।

ডিফেন্স ইমেজ প্রসেসিং অ্যান্ড অ্যানালিসিস সেন্টার অফ দ্য ডিফেন্স স্পেস এজেন্সি, ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমী সহ বিভিন্ন সামরিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন জেনারেল চেনেগ্রিহা। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাণের ক্ষেত্রে কর্মরত সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে চলা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানেও যাবেন তিনি।

আলজেরিয়ার সেনাপ্রধানের এই ভারত সফর দু'দেশের অংশীদারিত্ব আরও মজবুত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

(১ম পাতার পর)

মহাকুম্ভে গিয়ে কী অভিজ্ঞতা তৃণমূল সাংসদ রচনার ?

কোনও গাড়ি ঢুকবে না। তুমি যত বড়ই লোক হও না কেন, তোমায় হেঁটেই যেতে হবে। স্পেশাল দিনগুলির জন্য বেশি রেস্ট্রিকশন করে দেওয়া হয়েছে। মানুষের ভিড় প্রচুর হচ্ছে। সেই জন্য স্পেশাল দিনগুলোতে রেস্ট্রিকশন করে দিয়েছে। সাধারণ দিনগুলোতে তবুও একটু গাড়ি-ঘোড়া চলছে। তাও সাধারণ মানুষের চলার জন্য এখন যথেষ্ট ভালো ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছে। ওভারঅল অভিজ্ঞতা খুব ভালো।"গঙ্গাসাগরের প্রস্তুতির সঙ্গে মহাকুম্ভের তুলনা টেনে এক্স হ্যান্ডেলে খোঁচা দিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। যদিও এই দুর্ঘটনার পর মহাকুম্ভের সামগ্রিক চিত্র অনেক পাল্টে গেছে বলে দাবি করলেন তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। বসন্ত পঞ্চমীতে ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান এবং সেখানকার ব্যবস্থাপনায় আপ্লুত তৃণমূল সাংসদ।রচনা বলেন, "সার্বিক ব্যবস্থাপনা ঠিকঠাকই লেগেছে। ভীষণ সুসংগঠিত। বাথরুম থেকে আরম্ভ করে, মানুষের থাকা থেকে আরম্ভ করে, যাঁরা হোটেলে থাকতে পারছেন না তাঁদের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ত্রিপল খাটিয়ে, কাপড় টাঙিয়ে ঢেকে দেওয়া যাতে মানুষ থাকতে পারেন মাথা গুঁজে। রাস্তার ওপরেও যাতে মানুষকে শুতে না হয়, তার উপরে কাপড় লাগানো রয়েছে। সবথেকে বড় কথা হোটেলে জায়গা নেই। থাকবে কোথায় গিয়ে মানুষ ? যাঁরা ঢুকছেন, লাখো লাখো মানুষ হেঁটে ঢুকছেন। তাঁরা থাকবেন কোথায় ? তাঁরা যদি ব্রিজের তলায়ও থাকেন, সেটাও কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের জন্য আলাদা আলাদা করে বাথরুম তৈরি করা হয়েছে রাস্তায় রাস্তায়। সব জায়গায় বাথরুম। খুবই ভালো ব্যবস্থাপনা।"তাঁর সংযোজন, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই একটা অঘটন ঘটে গেছে। ওরকম একটা ঘটনা ঘটছে। সেটা তো নিশ্চয়ই খুব চিন্তার বিষয়। সেই ঘটনা ঘটার পর থেকে তাঁরা আরও সজাগ হয়ে গেছে। এখন সাঙঘাতির রকমের সবকিছু বিধি-নিষেধ হয়ে গেছে। কিন্তু, সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ভালো।"

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গ নয়, বদলে যাচ্ছে রাজ্যের নাম!

পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাম রাখতে চায় রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার দলের পক্ষ থেকে রাজ্যের নতুন নাম 'বাংলা' করার দাবি জানানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এই নাম, রাজ্যের ইতিহাস ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর বহন করে।বাম আমলে ১৯৯৯ সালে প্রস্তাব এসেছিল 'ক্যালকাটা'কে 'কলকাতা' এবং পশ্চিমবঙ্গকে 'বাংলা' করার। প্রথমটা বাস্তবায়িত করা হলেও পরেরটা হয়নি। পরবর্তীতে মমতার সরকার রাজ্যের নাম সব ভাষাতেই 'পশ্চিমবঙ্গ' করার জন্য বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ করিয়েছিল। সেই দাবিতেই ২০১৬ সালে বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি- তিন ভাষায় 'বাংলা', 'বঙ্গল' ও 'বেঙ্গল' করার প্রস্তাব পাঠানো হয়। কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একটিই নামকরণ করার কথা জানায়। সংবিধানে রাজ্যের একটিই নাম থাকে। প্রসঙ্গত 'বাংলা'র নাম ইংরেজিতে 'বেঙ্গল' হলে, উত্তরপ্রদেশকে ইংরেজিতে 'নর্থ প্রদেশ' বলতে হয়। তার পরেই ২০১৮-য় সব ভাষাতেই 'বাংলা' নামের প্রস্তাব গৃহীত হয় বঙ্গ বিধানসভায়।সাংসদের কথায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন,'নতুন নামকরণ আমাদের রাজ্যের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং পরিচয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং আমাদের জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে।' বাংলা ভাষায় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল'কে পশ্চিমবঙ্গ বলা হলেও ভারতীয় সংবিধানের প্রথম তফসিলে রাজ্যের নাম 'ওয়েস্ট বেঙ্গল'ই রয়েছে। এরফলে সর্বভারতীয় স্তরে সব রাজ্যকে নিয়ে কোনও বৈঠক হলে বর্ণের হিসাবে এই রাজ্যের ডাক আসে সবার শেষে। তাই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কী বলছেন, তা শোনার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন অনেকে।প্রসঙ্গত ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় কোপ পড়েছিল বাংলার ওপর। বাংলাকে দু'ভাগে ভাগ করার পর ভারতীয় অংশের নাম হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ আর অন্য অংশের নাম হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা অর্জন করে বাংলাদেশ নামে একটি সম্পূর্ণ নতুন রাষ্ট্র গঠন করে। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান আর নেই। তাই তৃণমূল সাংসদের কথায় আমাদের রাজ্যের নাম পরিবর্তন করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জনাদেশকে সম্মান জানাতে হবে।'মোদি জামানায় রেল স্টেশন থেকে শুরু করে কোন জায়গা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নাম পরিবর্তনের সাক্ষী রেখেছেন দেশবাসী। তাই এমন উদাহরণ রয়েছে অনেক। এর আগে ২০১১ সালে শেষবার কোন রাজ্যের নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল। সে সময় উড়িষ্যার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল ওড়িশা। এছাড়া অতীতে আমাদের দেশের অনেক শহরের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৯৯৫ সালে বোম্বে থেকে মুম্বাই, ১৯৯৬ সালের মাদ্রাজ থেকে চেন্নাই, ২০০১ সালে ক্যালকাটা থেকে কলকাতা এবং ২০১৪ সালে ব্যাঙ্গালোর থেকে বেঙ্গালুরু।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ঊনত্রিশতম পর্ব)

মন্দির চত্বরটি গড়ে উঠেছিল মানুষের দানে, শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে হুজুরিমল বলে এক পাঞ্জাবী বক্সার যুদ্ধে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যথেষ্ঠ উপকার করেন। হুজুরিমলের এই সহায়তার জন্য কোম্পানী তাঁকে পুরস্কৃত করতে চাইলে তিনি কালীঘাটের মধ্যে ১২ বিঘে জমি প্রার্থনা করলেন। কোম্পানী তাঁর ইচ্ছে পূরণ করেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা রাখতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মন্দির সংলগ্ন আদিগঙ্গার ঘাটটি বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন।

এবার আসি বর্তমান মন্দির নির্মাণের ইতিবৃত্তে।

শোভাবাজারের মহারাজ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

গ্রামীণ বিদ্যালয়ে ভর্তি বৃদ্ধি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

দ্যা অ্যানুয়্যাল স্টেটাস অফ এডুকেশন রিপোর্ট (এএসইআর)বা শিক্ষার বার্ষিক অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন ২০২৪ হল, একটি দেশব্যাপী গ্রামীণ পরিবারের সমীক্ষা, যা ভারতের ৬০৫টি গ্রামীণ জেলায় ১৭,৯৯৭টি গ্রামে ৬,৪৯,৪৯১ শিশুর ওপর করা হয়। এএসইআর-এর সমীক্ষকরা প্রাথমিক বিভাগ সহ ১৫,৭২৮টি সরকারি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এর মধ্যে ৮,৫০৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৭,২২৪টি উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল।

২০১৮-২০২৪ সালের মধ্যে ৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, সরকারি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী বা বেসরকারি এলকেজি/ইউকেজি) ভর্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮ সালে ৩ বছর বয়সী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার ছিল ৬৮.১ শতাংশ, যা ২০২৪ সালে বেড়ে হয়েছে ৭৭.৪ শতাংশ। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা এবং তেলেঙ্গানায় এক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে। ২০১৮ সালে ৪ বছর বয়সী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার ছিল ৭৬ শতাংশ, যা ২০২৪ সালে বেড়ে হয়েছে ৮৩.৩ শতাংশ। ২০২৪ সালে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং ওড়িশার মতো রাজ্যগুলিতে প্রাক-প্রাথমিকে ভর্তির হার ৯৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে। ২০১৮ সালে ৫ বছর বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ছিল ৫৮.৫ শতাংশ। ২০২৪ সালে

এরপর ৬ পাতায়

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কৈলাসে পার্বতী কার্তিক গণেশকে নিয়ে ঘোর সংসারী। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিটি ঘরের এইরকম একেকটি শিবের আবির্ভূত সংসারী মানুষ রয়েছে। যারা ভাম কে শ্মশানে পড়ে রয়েছে আবার কিছুক্ষণের মধ্যে দেখছে তাদের বউ ছেলেকে নিয়ে সংসার জীবনে ব্যস্ত।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(২ পাতার পর)

সংসদে রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের উপর ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব সংক্রান্ত আলোচনায় লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর জবাবি ভাষণ

জায়গা করে নিত। সম্প্রতি ছবিটা বদলেছে। এখন সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে সাধারণ মানুষের কল্যাণে।

সরকারের তহবিল এখন আর প্রাসাদ নির্মাণে নয়, দেশ গঠনে ব্যয় করা হচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, ১০ বছর আগে পরিকাঠামো খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ১.৮ লক্ষ কোটি টাকার আশেপাশে। এখন এক্ষেত্রে বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে ১১ লক্ষ কোটি টাকায়। সড়ক, রেল এবং গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ হচ্ছে দ্রুতগতিতে।

সরকারি কোষাগারে সঞ্চয়ের পরিমাণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ মানুষ যাতে তার সুফল পান, তা নিশ্চিত করা। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই প্রকল্পের সুবাদে সাধারণ মানুষের ১.২ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। জন ঔষধি কেন্দ্রগুলিতে ৮০ শতাংশ ছাড়ে ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে। এরফলে, দরিদ্র পরিবারগুলির প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

শ্রী মোদী বলেন, ইউনিসেফ – এর হিসেবানুযায়ী, উপযুক্ত শৌচালয় পরিষেবা থাকলে একটি পরিবারের বছরে ৭০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হয়। এক্ষেত্রেও স্বচ্ছ ভারত অভিযান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

নলবাহিত জল পরিষেবা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, এর ফলে রোগের প্রবণতা কমায় পরিবার প্রতি গড়ে ৪০ হাজার টাকা সাশ্রয় হচ্ছে।

সাধারণ মানুষের সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সরকারের নিখরচায় খাদ্যশস্য প্রদান কর্মসূচির প্রসঙ্গও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। পিএম সূর্যঘর প্রকল্পের আওতায় পরিবার প্রতি বার্ষিক ২৫-৩০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হচ্ছ বলে তিনি জানান। এলইডি বাল্ব জনপ্রিয় করে তোলায় সরকারের উদ্যোগের সুবাদে নাগরিকদের প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা খরচ কম হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। সেলুলার হেলথ কার্ড কৃষকদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের সুযোগ করে দিয়েছে এবং প্রতি একরে ৩০ হাজার টাকা সাশ্রয় হচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিগত ১০ বছরে সরকার আয়করের হার কমিয়েছে, যাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে অর্থের সঞ্চয় হয়। ২০১৩-১৪'য় ২ লক্ষ টাকা পর্যয় আয়ে কর ছাড় মিলত, বর্তমানে এই সীমা হয়েছে ১২ লক্ষ টাকা। এর সঙ্গে ৭৫ হাজার টাকা স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ধরলে বেতনভোগীদের ১২.৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উপার্জনে কর দিতে হবে না।

পূর্বের নেতৃত্ব বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল না থাকায় অনেক কাজ বাকি ছিল বলে প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন। তাঁর সরকার ক্ষমতায় আসার পর, তরুণ প্রজন্মের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা মনে রেখে একের পর এক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। এর সুবাদে দেশের তরুণ-তরুণীরা নিজেদের দক্ষতার প্রকাশ ঘটাতে পারছেন এবং মহাকাশ, প্রতিরক্ষা, সেমিকন্ডাক্টর – সবক্ষেত্রেই দ্রুত এগিয়ে চলেছে ভারত। স্টার্টআপ ইন্ডিয়া কর্মসূচির কল্যাণে দেশে উদ্ভাবনার পরিমণ্ডল সমৃদ্ধ হয়েছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, থ্রি-ডি প্রিন্টিং, রোবোটিক্স, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রভৃতি অত্যাধুনিক ক্ষেত্রের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, তাঁর কাছে এআই কেবলমাত্র আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নয়, অ্যাসপিরেশনাল ইন্ডিয়া। দেশে উদ্ভাবনমূলক প্রবণতা প্রসারে সরকার স্কুলগুলিতে ১০ হাজার অটল টিঙ্কারিং ল্যাব তৈরি করেছে এবং বর্তমান বাজেটে ৫০ হাজার এই ধরনের ল্যাবের সংস্থান রয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। ভারতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অভিযান সারা বিশ্বের নজর কেড়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

তাঁর সরকার তরুণ প্রজন্মকে কর্মদক্ষ করে তুলতে চাইছে, কিন্তু কয়েকটি পক্ষ ভোটের রাজনীতি করে ভাতা প্রদানের যে সংস্কৃতি তৈরি করতে চাইছে, তার ফল মারাত্মক হতে পারে বলে প্রধানমন্ত্রী সতর্ক করে দেন।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বজায় রাখার প্রসঙ্গে তাঁর সরকার সচেষ্ট বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, ২০১৪'য় তাঁর সরকার ক্ষমতায় আসার সময় বিরোধী দলনেতা বলে কেউ ছিলেন না। কিন্তু, তাঁরা বিভিন্ন কাজে বৃহত্তম বিরোধী দলের নেতাকে কার্যত সেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

পরিবারতান্ত্রিক ধ্যানধারণা নির্মূল করতে প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়ে দেশের সব সরকার প্রধানের কাজকর্ম তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। এই সংগ্রহালয়কে আরও উন্নত করে তুলতে পরামর্শ চেয়েছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেবার কাজে ক্ষমতা প্রযুক্ত হলে দেশের বিকাশ ঘটে। কিন্তু, ক্ষমতাকে অধিকার বলে ধরে নিলে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে, বিভাজনের রাজনীতি পরিহার করে দেশের ঐক্যের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার ডাক দিয়েছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কিছু মানুষ যেভাবে শহুরে নকশালদের সুরে কথা বলছেন, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। ভারতীয় রাষ্ট্রকে যাঁরা চ্যালেঞ্জ জানাতে চান, তাঁরা সংবিধান সম্পর্কে অবহিত নন।

স্বাধীনতার পর দশকের পর দশক ধরে জম্মু, কাশ্মীর ও লাদাখের মানুষ সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকেছেন। এই পরিস্থিতি দূর করতে সংবিধানের ৩৭০ ধারা রদ করা হয়েছে। ঐ অঞ্চল এখন উন্নয়ন যাত্রায় এগিয়ে চলেছে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন।

সংবিধানে বিভেদমূলক রীতি-নীতির কোনও জায়গা নেই বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পক্ষপাতমূলক রাজনীতির ফলে মুসলিম মহিলারা নিজের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন বহুকাল। তিন তালাক প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে।

তাঁর সরকার মহাত্মা গান্ধীর ভাবধারা অনুযায়ী সমতার আদর্শে বিশ্বাসী এবং আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসে উদ্যোগী বলে বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

পশ্চিম ও পূর্ব উপকূল সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত মৎস্যজীবীদের কল্যাণে সরকার একাধিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান।

সমাজের প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষের কল্যাণে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। সমবায় ক্ষেত্রের প্রসারে একটি পৃথক সমবায় মন্ত্রক গড়ে তোলা হয়েছে বলে তাঁর মন্তব্য।

বিভিন্ন দলের ওবিসি সাংসদদের দাবি মতো তাঁর সরকারের আমলেই ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস কমিশন'কে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে আনা হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন। সমাজের প্রান্তিক মানুষের কল্যাণে তাঁর সরকারের উদ্যোগের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঐক্যের ধারণাকে মুক্ত করে তুলতে হবে সামাজিক অস্থিরতা তৈরি না করেই। ২০১৪'য় দেশে ৩৮৭টি মেডিকেল কলেজ ছিল, বর্তমানে সংখ্যাটি ৭৮০। ২০১৪'য় ডাক্তারি পড়ায় তপশিলি গোষ্ঠীভুক্তদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ছিল ৭ হাজার ৭০০। বর্তমানে সংখ্যাটি ১৭ হাজার। তপশিলি উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত পড়ুয়াদেরও ডাক্তারি পড়ার সুযোগ এখন অনেক বেড়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান।

সরকারের যাবতীয় কর্মসূচির সুফল যাতে প্রতিটি যোগ্য প্রাপকের কাছে পৌঁছে যায়, তা নিশ্চিত করতে সরকার বিশেষভাবে উদ্যোগী বলে প্রধানমন্ত্রী পুনরায় ব্যক্ত করেন। এরফলে, সামাজিক ন্যায়, ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং সংবিধানের প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি মনে করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে ক্যান্সারের ওষুধ আরও সুলভ করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা রয়েছে। ক্যান্সার রোগীদের জন্য তৈরি করা হবে ২০০টি ডে কেয়ার সেন্টার।

সরকারের বৈদেশিক নীতি নিয়ে কিছু মানুষ অনভিপ্রেত মন্তব্য করছেন এবং এতে দেশের ক্ষতি হতে পারে বলে প্রধানমন্ত্রী সতর্ক করে দেন।

সংসদে অভিভাষণের পর, রাষ্ট্রপতিকে লক্ষ্য করে কয়েকটি মহল যেসব মন্তব্য করেছে, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে প্রধানমন্ত্রী মনে করেন। তিনি বলেন, ভারত নারী নেতৃত্বাধীন বিকাশের মন্ত্রে এগিয়ে চলেছে। বিগত ১০ বছরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিতে যোগ দিয়েছেন ১২ কোটি মহিলা। 'লাখপতি দিদি' কর্মসূচির আওতায় ১.২৫ কোটি মহিলাকে লাখপতি দিদি করে তোলা হয়েছে। গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়নে হাতে নেওয়া হয়েছে নমো ড্রোন দিদি প্রকল্প। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। বিকশিত ভারত গড়ে তোলায় গ্রামীণ অর্থনীতির গুরুত্বের বিষয়টিও উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে। তিনি বলেন, ২০১৪'র আগে ইউরিয়া পাওয়ার জন্য কৃষকদের নানা সমস্যার মুখোমুখী হতে হ'ত। তাঁদের জন্য তৈরি করা সার চলে যেত কালোবাজারে। বর্তমানে কৃষকরা পর্যাপ্ত সার পাচ্ছেন। কোভিড-১৯ এর সময় বিশ্ব জুড়ে সরবরাহ-শৃঙ্খল বিঘ্নিত হওয়ায় সারের দাম বেড়ে গেলেও সরকার কৃষকদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ৩ হাজার টাকার ইউরিয়া কৃষকদের দেওয়া হয়েছে ৩০০ টাকায়। কৃষকদের কাছে সার সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে গত ১০ বছরে ১২ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। পিএম-কিষাণ সম্মান নিধির আওতায় কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ৩.৫ লক্ষ কোটি টাকা। বেড়েছে ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য। পিএম-ফসল বীমা যোজনার আওতায় কৃষকরা পেয়েছেন ২ লক্ষ কোটি টাকা। সেচের জলের অভাব দূর করতে দশকের পর দশক থমকে থাকা ১০০টি বড় সেচ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ডঃ আম্বেদকরের চিন্তাভাবনা অনুযায়ী, নদী সংযুক্তিকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'মেড ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্প, মিলেট'কে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

নগরাঞ্চলের পরিকাঠামো উন্নয়নে নমো রেল এবং মেট্রো পরিষেবার প্রসারে সরকার জোর দিচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন। দূষণ প্রতিরোধে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ১২ হাজার বৈদ্যুতিক বাস চালু করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

বড় শহরগুলিতে কর্মরত প্রায় ১ কোটি গিগ (ডেলিভারী বয় বা এই ধরণের কর্মী) কর্মীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করায় ই-শ্রম পোর্টালে তাঁদের নিবন্ধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আয়ুষ্মান প্রকল্পের সুবিধাও পাবেন তাঁরা।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনাকে সরকার কাজে লাগাতে উদ্যোগী বলে প্রধানমন্ত্রী পুনরায় ব্যক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি মিশন ম্যানুফ্যাকচারিং – এর উপর জোর দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৬ – এ এমএসএমই'র যে সংজ্ঞা ছিল, তা এ বছরের বাজেট সহ বিগত দশকে দু'বার পরিমার্জিত হয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিদের ঋণদানের কাজে গতি আনা হচ্ছে। এইসব কর্মসূচির সুবাদে ভারতের পণ্য এখন বিশ্ব বাজারে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

প্রধানমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন যে, উন্নত ভারতের স্বপ্ন কেবলমাত্র সরকারের নয়, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর। লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে আসতে হবে সকলকে। দেশের জনবিন্যাসগত সুবিধা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং বিপুল বাজারের সুবাদে ২০৪৭ সালে স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তির সময় সেই লক্ষ্যবিন্দুতে পৌঁছে যাবে ভারত।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

আশঙ্কাই সত্যি,পাকিস্তানের পরিকল্পনা মত বাংলাদেশ ভাঙা হচ্ছে ৪ প্রদেশে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

পাকিস্তানের পরামর্শে ভেঙে ফেলা হচ্ছে বাংলাদেশকে। মোট চারটি প্রদেশে ভাগ করা হবে। তবে এই ভাগ হবে পাকিস্তানের আদলে। ইতিমধ্যেই ইউনূস সরকারকে সুপারিশ করেছে দেশটির জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন। সেইমত প্রস্তুতিও শুরু করা হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে বাংলাদেশকে ভাগ করা নিয়ে ভুয়ো যুক্তি দেখান দেশটির জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন। তাঁদের দাবি বাংলাদেশে জনসংখ্যা বাড়ায় ভাগ করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে এই কাজ করা হচ্ছে। এতে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ভালভাবে পরিচালিত হবে।

বাংলাদেশকে ভাগ করা নিয়ে বুধবার(৫ ফেব্রুয়ারি)দুপুরে বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তর্বর্তী সরকার ইউনূসের কাছে জনপ্রশাসন সংস্কার প্রতিবেদন জমা দেন বাংলাদেশ কমিশন প্রধান ও অন্যান্য সদস্যরা।

এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে গোপন বৈঠকও হয়। গোপন বৈঠকের পরেই ইউনূস সংবাদ সম্মেলন করে এই তথ্য ঘোষণা করেন। এখানেই শেষ নয়, বাংলাদেশকে চারটি প্রদেশে ভাগ করা, ডিসিদের পদবী পরিবর্তন করার মত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশও করা হয়েছে।

একই সঙ্গে বাংলাদেশ কমিশন চারটি বিভাগকে চারটি প্রদেশ করার সুপারিশ গ্রহণ করেছে ইউনূস সরকার। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ কমিশন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সংখ্যা কমানোর সুপারিশ। সুপারিশে বাংলাদেশ মন্ত্রণালয় ২৫টি ও অধিদপ্তর ৪৪টি করার প্রস্তাব রয়েছে।

(৪ পাতার পর)

গ্রামীণ বিদ্যালয়ে ভর্তি বৃদ্ধি

তা বেড়ে হয় ৭১.৪ শতাংশ। কর্ণাটক, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কেরালা এবং নাগাল্যান্ডে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বয়েসে ভর্তির হার ৯০ শতাংশের বেশি রয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি ভারতে প্রাক-প্রাথমিক বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

গত ২০ বছর ধরে ৬-১৪ বছর বয়সীদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৯৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে। ২০২৪ সালে এই হার ছিল ৯৮.১ শতাংশ। সারা দেশে ২০১৮ সালে এই বয়সী শিশুদের সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ছিল ৬৫.৫ শতাংশ। ২০২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৬.৮ শতাংশে।

২০১৮ সালে তৃতীয় শ্রেণীর শিশুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক পড়ার ক্ষমতার হার ছিল ২০.৯ শতাংশ। তবে ২০২৪ সালে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে ২৩.৪ শতাংশে পৌঁছায়। সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে উন্নতি সাধনের ফলে এই বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়াদের বিশেষ করে যারা সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে তাদের পাঠ্যপুস্তক পড়ার ক্ষমতা হারেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। ২০১৮ সালে সরকারি বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী শিশুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক পড়ার ক্ষমতা হার ছিল ৪৪.২ শতাংশ, যা ২০২২ সালে কমে দাঁড়ায় ৩৮.৫ শতাংশে। কিন্তু ২০২৪ সালে তা আবার বেড়ে পৌঁছছে ৪৪.৮ শতাংশে। সরকারি বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি শিশুদের পাঠ্যপুস্তক পড়ার ক্ষমতা হার ২০২২-এর তুলনায় ২০২৪-এ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৫-১৬ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়ার হার ২০১৮ সালে ছিল ১৩.১ শতাংশ। তবে ২০২৪ সালে তা নেমে আসে ৭.৯ শতাংশে। ১৪-১৬ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রায় সবাই স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে থাকে।এই বয়সের প্রায় ৯০ শতাংশ ছেলে এবং মেয়ে জানিয়েছে যে তাদের বাড়িতে স্মার্ট ফোন রয়েছে। এমনকি ১৪-১৬ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রায় ৮২.২ শতাংশ ছেলেমেয়ে বলেছে যে তারা স্মার্ট ফোনের ব্যবহার জানে। এছাড়াও অনলাইনে কীভাবে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে হয় সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী ছেলেমেয়েদের সে সম্পর্কে যথেষ্ঠ জ্ঞান রয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৭৫ শতাংশেরও বেশি বিদ্যালয় টিচিং লার্নিং মেটিরিয়াল (টিএলএম) পেয়েছে। এমনকি ৯৫ শতাংশেরও বেশি বিদ্যালয়ে সমস্ত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক বন্টন করা হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া এবং শিক্ষকদের উপস্থিতির হার ২০১৮-র তুলনায় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৮ সালে এই উপস্থিতির হার ছিল ৭২.৪ শতাংশ, যা ২০২৪-এ বেড়ে হয়েছে ৭৫.৯ শতাংশ।

এএসইআর-তে শিক্ষার অধিকার সম্পর্কিত সমস্ত সূচক তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে ২০১৮-২০২৪ সালের মধ্যে জাতীয় স্তরে এই সংক্রান্ত সূচকে উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। ২০১৮ সালে ৬৬.৪ শতাংশ বিদ্যালয়ে মেয়েদের শৌচালয় ছিল। ২০২৪ সালে তা বেড়ে ৭২ শতাংশে পৌঁছছে। এমনকি ২০১৮র তুলনায় ২০২৪ সালে বিদ্যালয়ে পানীয় জলের সুবিধা বেড়েছে। ২০২৪ সালে ৬৬.২ শতাংশ বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সিনেমার খবর

পদ্ম পুরস্কার নিয়ে সোনু নিগমের প্রশ্ন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রতিবারের মতো এবারও প্রথা মেনে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের (২৬ জানুয়ারি) আগের দিন ঘোষণা করা হয়েছে এ বছরের পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের নাম। এবার পদ্ম সম্মানে ভূষিত হয়েছেন মোট ১৩৯ জন। তার মধ্যে মধ্যে ৭ পদ্মবিভূষণ, ১৯ পদ্মভূষণ সম্মান প্রদান করা হয়েছে।

তবে সংগীতশিল্পী অলকা ইয়াগনিক, শ্রেয়া ঘোষাল, সুনিধি চৌহান এবং কিশোর কুমারের মতো কিংবদন্তি গায়কদের পদ্ম পুরস্কার না দেওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন আরেক সংগীতশিল্পী সোনু নিগম।

সোনু নিগমের কথায় উঠে এল তাদের প্রসঙ্গ। একটি ভিডিওতে সোনু প্রশ্ন তুলেছেন কেন কিশোর কুমার, অলকা ইয়াগনিক, শ্রেয়া ঘোষাল এবং সুনিধি চৌহানের মতো সঙ্গীত শিল্পীদের এখনও পর্যন্ত কোনও পদ্ম পুরস্কার দেওয়া হয়নি। সোনুর কথায়, 'যে গায়কেরা প্রত্যেকের জীবনের অনুপ্রেরণা, তাঁদের প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।'

ভিডিওতে সোনু বলছেন, 'দু'জন গায়ক, যারা সারা বিশ্বের গায়কদের অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁদের মধ্যে শুধু একজনকে পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছে। তিনি মোহম্মদ রফি সাহেব। একজন আছেন, যিনি পদ্মশ্রী পাননি এখনও পর্যন্ত। তিনি কিশোর কুমার।'

এখানেই থেমে থাকেননি সোনু নিগম। তার কথায়, 'অলকা ইয়াগনিকজির এত বছরের কেরিয়ার। তিনি এখনও পর্যন্ত কোনও পুরস্কার পাননি। শ্রেয়া ঘোষাল দীর্ঘদিন ধরেই একের পর এক গান গেয়ে সকলের মন জয় করেছেন। তাহলে তো তাদেরও পাওয়া উচিত এই সম্মান। সুনিধি চৌহান তাঁর অনন্য কণ্ঠ দিয়ে পুরো প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছেন। কেন তিনি এখনও কিছুই পাননি।'

ভিডিওর শেষে সোনু নিগম বলেছেন, 'এমন ব্যক্তিদের নাম তুলে ধরতে, যারা যোগ্যতা সত্ত্বেও এখনও পদ্ম পুরস্কার পাননি, তবে পাওয়া উচিত ছিল। সেটা গানের জগতের হোক কিংবা অভিনয়ের, বিজ্ঞানের হোক কিংবা সাহিত্যের।'

বিশেষ দিনে ছোট ভাই ববিকে জড়িয়ে যা বললেন সানি দেওল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর দুই ছেলে সানি দেওল ও ববি দেওল। ববি থেকে বছর দশেকের বড় সানি। বলা চলে, ছোট থেকেই ভাইকে আগলে রেখেছেন প্রতি মুহূর্তে। ৫৬ বছরে পা দিলেন ববি। অর্থাৎ আজ তার জন্মদিন। ভক্ত-সহকর্মীরাও অভিনেতাকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা ভরা বার্তায় ভরিয়ে দিয়েছেন। ছোট ভাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বড় ভাই সানি দেওলও।

৯০-এর দশকের নায়ক হলেও প্রজন্মের কাছে ববি দেওল নতুনভাবে নজর কেড়েছেন তার ছবি 'অ্যানিম্যাল'র মাধ্যমে। এই ছবিতে খলনায়কের ভূমিকায় ধরা দিয়েছিলেন অভিনেতা। 'অ্যানিম্যাল' সিনেমা সূত্রেই এখন তিনি 'লর্ড ববি'।

সানি ও ববির মধ্যে সম্পর্কের সমীকরণ কারও অজানা নয়। বিশেষ এই দিনে ববিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তার ভাই অভিনেতা সানি দেওল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ববি দেওলের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে ভাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সানি। ছবিতে ধর্মেন্দ্রর দুই ছেলে একে অপরকে জড়িয়ে ছিলেন।

ক্যাপশনে সানি দেওল লিখেছেন, 'শুভ জন্মদিন আমার ছোট ভাই আমার লর্ড ববি।' এখানেও সেই 'লর্ড ববি'র জয়জয়কার। কারণ সোশ্যাল মিডিয়ায় ববির ভক্তরা তাকে ভালোবেসে এই নামেই বর্তমানে ডাকেন। আর তাই ববি অনুরাগীদের সুরে সুর মিলিয়ে সানিও ভালোবেসে মজা করে ভাই ববিকে 'লর্ড ববি' বলেছেন।

সানির এই মন ছুঁয়ে যাওয়া পোস্ট প্রকাশ্যে আসতেই তা দ্রুত ভক্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তারাও সানি দেওলের পোস্টে নানা কমেন্টে ভরিয়ে দিয়েছেন। তারা জন্মদিনের শুভেচ্ছার পাশাপাশি ববিকে প্রশংসায়ও ভরিয়ে দিয়েছেন।

'জন নায়ক' দিয়ে অভিনয়কে বিদায়: থালাপতি বিজয়ের শেষ উপহার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দক্ষিণী চলচ্চিত্রের সুপারস্টার থালাপতি বিজয় অভিনয় জীবন থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন! তাঁর ৬৯ তম চলচ্চিত্র 'জন নায়ক'ই হবে তাঁর শেষ চলচ্চিত্র। এবার তিনি পুরোদমে রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছেন।

১৯৮৪ সালে শিশুশিল্পী হিসেবে 'ভেট্রি' সিনেমা দিয়ে অভিনয় জীবন শুরু করা বিজয় দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণী চলচ্চিত্রের সেরা অভিনেতাদের একজন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'কুশি', 'পক্কিরি', 'মেরসাল'সহ একাধিক সুপারহিট সিনেমা দিয়ে তিনি দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। তার সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'গোট: গ্রেটেস্ট অব অল টাইম' বক্স অফিসে প্রথম দিনেই ১০০ কোটি রুপি আয় করে।

'জন নায়ক' সিনেমায় বিজয়কে রাজনৈতিক নেতার চরিত্রে দেখা যাবে। সিনেমার ফার্স্ট লুক ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে তিনি সাদা পোশাক পরে জনগণের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। সিনেমাটি পরিচালনা করছেন এইচ বিনোদ। পুজা হেগড়ে, মমিতা বাইজু ও ববি দেওলও এই সিনেমায় অভিনয় করবেন। সিনেমার সুরারোপ করবেন জনপ্রিয় সংগীত পরিচালক অনিরুধ রবিচন্দন।

বিজয়ের রাজনৈতিক দল ইতোমধ্যে গঠন করা হয়েছে এবং তিনি বেশকিছু জনসভা করেছেন। জনগণের অভূতপূর্ব সাড়া পেয়ে তিনি রাজনীতিতে আরও বেশি মনোযোগ দিতে চাইছেন।

এই সিনেমাটি কি বিজয়ের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় হিট হবে? এই প্রশ্নের উত্তর মুক্তির পরেই পাওয়া যাবে। তবে দর্শকরা অবশ্যই তাদের প্রিয় তারকাকে শেষবার বড় পর্দায় দেখার জন্য উন্মুখ।

বুমরাহর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলা নিয়ে শঙ্কা!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির শেষ টেস্টের পর আর মাঠে নামেননি জাসপ্রিত বুমরাহ। সিডনি টেস্টে পিঠের ইনজুরিতে পড়ার পর এখনও ফিট হয়ে উঠতে না পারলেও আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ভারতের ১৫ সদস্যের স্কোয়াডে রাখা হয়েছে ৩১ বছর বয়সী বুমরাহকে।

কিন্তু টাইমস অব ইন্ডিয়ার সবশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৮ দলের এই টুর্নামেন্টে বুমরাহর অংশগ্রহণ নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বুমরাহর পিঠের চোট পর্যবেক্ষণ করছেন নিউজিল্যান্ডের অর্থপেডিক সার্জন রোয়ান শুটেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বুমরাহর খেলা না খেলা এই বিশেষজ্ঞের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ওপরই নির্ভর করছে। ২০২২ সালে নিউজিল্যান্ডের এই বিশেষজ্ঞের কাছেই চিকিৎসা নিয়েছিলেন বুমরাহ। সেই দফায় প্রায় বছরখানেক মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছিল তাকে।

সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, বিসিসিআই এরই মধ্যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য বিশ্বের নম্বর ওয়ান টেস্ট বোলারের বিকল্প খোঁজা শুরু করেছে কারণ এই টুর্নামেন্টের আগে বুমরাহর সময়মতো ফিট হয়ে ওঠার সম্ভাবনা খুবই কম।

স্কোয়াড ঘোষণার সময় সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার জানিয়েছিলেন, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে বুমরাহকে খেলানো যেতে পারে, যা আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু বাস্তবে এমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র বলেছে, 'বিসিসিআইয়ের মেডিকেল টিম নিউজিল্যান্ডে শুটেনের (বুমরাহর চিকিৎসক) সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। বোর্ডে নিউজিল্যান্ডে গিয়ে বুমরাহর সঙ্গে দেখা করারও পরিকল্পনা করছে। কিন্তু তা এখনও সম্ভব হয়নি। নির্বাচকরা জানেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বুমরাহ যদি ১০০ শতাংশ ফিট হয় উঠতে পারেন তবে সেটা মিরাকল হবে।'

বিশাল বেতন ছাড়ে সান্তোসে ফিরছেন নেইমার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বার্সেলোনায় ফিরতে চেয়েছিলেন সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালে খেলা নেইমার জুনিয়র। নিজেই বার্সাকে দিয়েছিলেন প্রস্তাব। এমনকি সেটা মোটা অঙ্কের বেতন ছাড়ে। কিন্তু বার্সা বোর্ড তার প্রতি আগ্রহ দেখায়নি। নেইমার তাই শৈশবের ক্লাব এবং নিজের প্রথম ক্লাব সান্তোসে ফিরতে যাচ্ছেন।

সংবাদ মাধ্যম দাবি করেছে, সান্তোসে যোগ দেওয়ার বিষয়ে মৌখিকভাবে সম্মত হয়েছেন সাবেক বার্সেলোনা ও পিএসজি সুপারস্টার নেইমার। সূত্রের বরাত দিয়ে ইএসপিএন জানিয়েছে, নেইমার সান্তোসে ফেরার খুবই কাছে।

তবে ব্রাজিলের লিগে ফিরতে মোটা অঙ্কের বেতন ছাড় দিতে হচ্ছে ইনজুরির কারণে প্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে না পেরে ৩৩ বছরেই সৌদি প্রো লিগে পাড়ি জমানো নেইমার। সৌদি ক্লাব আল হিলালের সঙ্গে আরও ছয় মাসের চুক্তি রয়েছে তার। ওই চুক্তি বাতিল করা হতে পারে। কীভাবে বাতিল হবে এবং দেনা-পাওনার কী সমাধান হবে ইত্যাদি বিষয়ে দুই পক্ষ এখনো আলোচনা করছে।

ইএসপিএন জানিয়েছে, চুক্তি বাতিলের বিষয়ে নেইমার ও আল হিলালের চলতি সপ্তাহে পুনরায় আলোচনায় বসার কথা রয়েছে। ওই চুক্তি বাতিলের পর নেইমার মাত্র ৬ মাসের জন্য ব্রাজিলের ক্লাব সান্তোসের সঙ্গে চুক্তি করতে পারেন এমনটাও দাবি করা হয়েছে। তবে এক বছর চুক্তি নবায়নের শর্তও থাকবে।

নেইমার আল হিলালে চুক্তির মেয়াদ সম্পন্ন করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু সৌদি ক্লাবটির পর্তুগিজ কোচ হের্হে জেসুস বলেন, নেইমার সৌদি প্রো লিগে খেলার পর্যায়ে নেই। যে কারণে মৌসুমের দ্বিতীয় অর্ধে অর্থাৎ শীতকালীন দলবদলের বাজারেও তাকে নিবন্ধন না করার সিদ্ধান্ত নেন এই কোচ। নেইমারের সামনে তাই এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ছাড়া খেলার সুযোগ থাকছে না। যে কারণে আল হিলাল ছাড়ছেন তিনি।

নেইমারের ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার গুঞ্জন ছিল। জুটি গড়ার সম্ভাবনা ছিল বন্ধু মেসি ও সুয়ারেজের সঙ্গে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব সিকাগোতে যোগ দেওয়ার কথাও শোনা গিয়েছিল। তবে নেইমার জাতীয় দলে ফিরতে চান। খেলতে চান ২০২৬ সালের যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে। যে কারণে ফর্মে ফিরতে ও নিয়মিত খেলতে সান্তোসকে বেছে নিচ্ছেন তিনি।

বর্ষসেরা ওয়ানডে ক্রিকেটার আফগানিস্তানের ওমারজাই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ওয়ানডে ক্রিকেটে ২০২৪ সালে ব্যাটে-বলে চমৎকার পারফরম্যান্সের দারুণ এক স্বীকৃতি পেলেন আজমাতউল্লাহ ওমারজাই। আইসিসির বর্ষসেরা ওয়ানডে ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতলেন আফগানিস্তানের এই পেস বোলিং অলরাউন্ডার। দেশটির প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে যেকোনো সংস্করণে আইসিসির বর্ষসেরা নির্বাচিত হলেন তিনি।

গণমাধ্যম প্রতিনিধি, আইসিসি ভোটিং একাডেমি এবং সমর্থকদের ভোটে নির্বাচিত ২০২৪ সালের বর্ষসেরা পুরুষ ওয়ানডে ক্রিকেটারের নাম সোমবার প্রকাশ করেছে আইসিসি। সেরার লড়াইয়ে ওমারজাই হারিয়েছেন শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, কুসাল মেন্ডিস ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের শেরফেইন রাদারফোর্ডকে।

গত বছর আফগানিস্তানের পাঁচ ওয়ানডে সিরিজের চারটি জয়ে বড় অবদান ছিল ওমারজাইয়ের। ২৪ বছর বয়সী অলরাউন্ডার ১৪ ওয়ানডের ১২ ইনিংসে ব্যাট হাতে ৫২.১২ গড় ও ১০৫.৫৬ স্ট্রাইক রেটে করেন ৪১৭ রান। একটি সেঞ্চুরির সঙ্গে ফিফটি করেন তিনটি।

বছরে প্রথম ম্যাচে পাল্লেকেলেতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে রান তাড়ায় ১১৫ বলে অপরাজিত ১৪৯ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। যদিও ম্যাচটি হেরে যায় আফগানিস্তান। সেপ্টেম্বরে শারজাহতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে করেন ৫০ বলে অপরাজিত ৮৬, একই মাঠে নভেম্বরে বাংলাদেশের বিপক্ষে ৭৭ বলে অপরাজিত ৭০; দুটিই ম্যাচেই জেতে আফগানরা।আর বল হাতে ১৩ ইনিংসে ওভারপ্রতি ৪.৯০ রান দিয়ে ওমারজাই উইকেট নেন মোট ১৭টি। পরপর দুই ম্যাচে নেন ৪টি করে উইকেট।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR